সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি। নং ডিএ-৪৬২ ◻ ৪৫তম বর্ষ ◻ ১০ম সংখ্যা ◻ মাঘ ১৪২৮, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ◻ পৃষ্ঠা ৮

৩-৪ বছরের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হবে... ২

আধুনিক রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে ধানের চারারোপণ... ৪

পোড়া রোগ প্রতিরোধী ও জিংকসমৃদ্ধ দুটি নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন... ৫

শুধু খোরপোশের কৃষি নয়, কৃষি হতে হবে লাভজনক বাণিজ্যিক... ৬

প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মাঠে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে - মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বিএআরসি মিলনায়তনে এনএটিপি প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের যাচাই কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বসে না থেকে, তা দ্রুত মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে কৃষকের নিকট জনপ্রিয় করতে বিজ্ঞানী, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, সম্প্রতি ধানসহ বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন : ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান৮৯ ও ব্রি ধান ৯২ বোরো জাতের ধানের উৎপাদন প্রতি শতাংশে প্রায় ১ মণ। আমনের স্বল্পজীবনকালের বিনা ধান-১১ উদ্ভাবন করেছে। ফলে আমন ও বোরো মৌসুমের মধ্যবর্তী সময়ে সরিষা আবাদ সম্ভব হচ্ছে, এটি একটি অতিরিক্ত ফসল ও নতুন শস্যবিন্যাস। লবণাক্তসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

ভাসমান ধাপের সবজি পুরোটাই নিরাপদ : কৃষি সচিব

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি সম্মানিত সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ভাসমান বেডে শীতকালীন সবজি উৎপাদনের আধুনিক কৌশল বিষয়ক কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ জানুয়ারি ২০২২ ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

মাটির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক উদ্যোগ জরুরি - মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

'বার্লিন কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে' ভার্চুয়ালি বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশের কৃষিমন্ত্রী ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন (শুক্রবার, ২৮ জানুয়ারি ২২)

মাটির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে সম্মিলিত বৈশ্বিক উদ্যোগ জরুরি। এ ব্যাপারে উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে সমন্বিত ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার এবং উন্নয়নশীল ও এ ব্যাপারে উন্নত দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশে সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

৩-৪ বছরের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হবে - মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসি এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে বিতর্ক অংশগ্রহণকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সবার জন্য নিরাপদ খাবারের নিশ্চয়তা দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে। সেজন্য, নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণয়ন করেছে, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। এ ছাড়া, ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মানের অনেকগুলো ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, আরও অনেকগুলো স্থাপনের উদ্যোগ চলছে।

২৯ জানুয়ারি ২০২২ সকালে ঢাকায় এফডিসিতে 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে' ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসি এ বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদেশে রপ্তানি করার ক্ষেত্রেও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ ফসলের উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে উত্তম কৃষি চর্চা মেনে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি মেনে ফসল উৎপাদিত হলে খাবার যেমন নিরাপদ ও পুষ্টিকর হবে, তেমনই রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বাচলে আন্তর্জাতিক মানের প্যাকিং হাউজ ও ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে বর্তমান সরকার কর্তৃক সারের ৪ দফা দাম কমানোর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও ভর্তুকি প্রদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে সারের ভর্তুকিতে ২৮ হাজার কোটি টাকা লাগবে। এখন পর্যন্ত ১৯ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দেয়া হয়েছে, এবং আগামী জুন পর্যন্ত আরো ৯ হাজার কোটি টাকা (মোট ২৮ হাজার কোটি) প্রয়োজন হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি ও পরিবহন ব্যয় বাড়ার ফলেই এ বিশাল অংকের ভর্তুকি লাগবে। এমনিতে আমাদের প্রতি বছর ৮-৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকিতে লাগে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এত ভর্তুকি দিলে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে যাবে। কিন্তু কৃষকবান্ধব ও কৃষকদরদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কৃষকের কল্যাণে ও কৃষির উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এ মুহূর্তে সারের দাম বাড়াবেন না। অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি শ্লথ হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারে ভর্তুকি দিয়ে যাবেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। বিতর্কে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ককিরা অংশগ্রহণ করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিতে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে কৃষি সচিব

গাজর ক্লিনিং মেশিন পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাশের খোরপোশের কৃষি থেকে লাভজনক কৃষিতে যেতে চাই। শ্রমিক অপ্রতুলতার বিষয় মাথায় রেখে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে লাভজনক কৃষিতে প্রবেশ করা সহজতর। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় কম্বাইন হারভেস্টারসহ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, মাড়াই যন্ত্র, শুকানো যন্ত্রপাতিসহ সকল যন্ত্রপাতির আওতায় ৫০-৭০ ভাগ ভর্তুকি দেয়া হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার জয়মন্ডপ কিটিংচরে অবস্থিত সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় গাজর ধোয়ার যন্ত্র প্রদর্শনকালে প্রধান অতিথি সম্মানিত কৃষি সচিব এ কথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ বেনজীর আলম, ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব বশির আহমেদ, মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব আবু মোঃ এনায়েতউল্লাহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের ডিপিডি জনাব আলতাবুন্নাহার প্রমুখ। এ ছাড়াও উক্ত অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, শ্রম সাশ্রয়ী এই গাজর ক্লিনিং মিশিন ব্যবহার করে ঘণ্টায় ১২০০ কেজি গাজর ধৌত করা সম্ভব। *কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা,ঢাকা*

রাঙ্গামাটিতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আয়োজনে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলার বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় ৩১ জানুয়ারি ২০২২ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী *এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১*

রাঙ্গামাটিতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের...

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রিফ্রেশার্স কোর্স ডিএই, রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মিঠু চন্দ্র পাল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক বলেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন এবং বিক্রির জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে, বীজ সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম, ময়েশচার মিটার, বীজ শুকানোর ড্রাইং কিট, মৌবাক্স ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা ও তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পেশাগত ও কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশিক্ষণে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

১৬ জানুয়ারি ২০২২ সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপির সাথে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর. মিলার বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে দুই দেশের কৃষি, অর্থনীতি, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক নানা ইস্যু এবং সাম্প্রতিক মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় মার্কিন দূতাবাসের এগ্রিকালচারাল অ্যাটাচে মেগান ফ্রান্সিস উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

পুঁজি কম লাভ বেশি, তার নাম কৃষি

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার বাড়িশা ইউনিয়নের কৃষক কামরুজ্জামান খান কাশ্মিরি কুল এবং পেয়ারা চাষ করে পাল্টিয়ে ফেলেছেন ভাগ্য। তিনি বলেন, কৃষিতে পুঁজি কম, লাভ বেশি। তার কুল এবং পেয়ারা বাগান দেখে আগ্রহী হচ্ছে কাপাসিয়ার অনেক কৃষক। কামরুজ্জামান ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিন বছর আগে রাজশাহী বেড়াতে গিয়ে, সেখানে পেয়ারা বাগান দেখে আগ্রহী হয়ে উঠেন ফল চাষে। ২০১৯ সালে ১৫ বিঘা জমি লিজ নিয়ে ১১ বিঘা জমিতে লাগান বারি পেয়ারা -৫ এবং ৪ বিঘাতে লাগান কাশ্মিরি কুল। মোট মূলধন লাগে ৬ লাখ টাকা। কুল বাগানে খরচ হয় ১ লাখ টাকা। গেল বছর ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার কুল বিক্রি করে। এই বছর ৭ লক্ষ টাকার কুল বিক্রি করবেন বলে আশা করেন। পেয়ারা বাগান থেকে গত এক বছর ধরে প্রতি মাসে গড়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লাভ করেন খরচ বাদ দিয়ে। প্রতিদিন ৭-৮ হাজার টাকার পেয়ারা বিক্রি করেন। ফল বাগান করে বছর ঘুরতেই হয়ে গেল কোটিপতি। গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ সরেজমিন দেখা যায় কাশ্মিরি কুল গাছের প্রতিটিতে থোকায় থোকায় কুল ঝুলছে । সুস্বাদু ছোট ছোট আপেলের মতো কুল গাছ থেকে পেড়েই বিক্রি করছেন। পোকা ও পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বাগানের চারপাশে মশারি জালের ঘেরা দিয়েছেন। সার হিসেবে মূলত ট্রাইকোডারমা (তরল) সার ব্যবহার করেন।

তিনি আরও জানান কুল এবং পেয়ারা চাষের পেছনে সহযোগিতা করেছেন অত্র উপজেলার রেজাউল করিম, অবসরপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি অফিসার।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় ৫০ একরে সমলয়ে চাষাবাদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সমলয় চাষাবাদের আওতায় হাইব্রিড জাতের ধান ৫০ একরের প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার ভোঁপাড়া ইউনিয়নের মহাদীঘি ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে চারা রোপণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

আত্রাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: ইকতেখারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: শামছুল ওয়াদুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আত্রাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ মো: এবাদুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান শেখ মো: হাফিজুল ইসলাম, নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ একেএম মঞ্জুরে মওলা ও অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মো: শামীম ইকবাল। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন আত্রাই উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ কে এম কায়ছার হোসেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও সমলয়ে চাষাবাদের প্রদর্শনীতে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে হাইব্রিড জাতের ধান বীজ, বীজতলা তৈরির খরচ, রাসায়নিক সার ও রোপণ খরচ প্রদান করা হয়।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

আধুনিক রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে ধানের চারা রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন ও মাঠ দিবস

কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে রংপুর জেলার তাঁরাগঞ্জ উপজেলার বুড়িরহাট গ্রামে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ব্রি গাজীপুরের সহযোগিতায় বোরো ২০২১-২০২২ মৌসুমে সমলয় চাষাবাদে আধুনিক রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিনের সাহায্যে ৩০ একরের বেশি জমিতে ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান৩ ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারি ২০২২ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোঃ সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট(ব্রি), আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুরের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ও প্রধান ড. মোঃ রকিবুল হাসান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকগণ আগামীতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধান রোপণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সমলয় চাষাবাদ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর, সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিস, ডিএই, তাঁরাগঞ্জ, রংপুর। *সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, রংপুর*

গোদাগাড়ীর বরেন্দ্রের লাল মাটিতে চাষ হচ্ছে দার্জেলিং কমলা

বরেন্দ্রর লাল মাটিতে চাষ হচ্ছে দার্জেলিং কমলা। ভালো ফলন ও দাম পেয়ে খুশি কমলাচাষি। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার মহিশালবাড়ী গ্রামের নজরুল ইসলাম সুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না পেয়ে কৃষি কাজে নেমে পড়েন। উপজেলার মাটিকাটা কমলাচাষি নজরুল ইসলাম বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষ করি। পেয়ারা, ড্রাগন ও কমলা চাষকৃত জমিতে ১৫ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান করেছি। তবে প্রতি বছর উৎপাদন বাড়ায় আয়ের পরিমাণও বাড়ছে। কমলা চাষে সাফল্য পেয়েছি আগামী

নিজের দার্জেলিং কমলা বাগানে চাষি নজরুল ইসলাম

ইউনিয়নের মাছমারা মৌজায় জমি লিজ নিয়ে পেয়ারা ও ড্রাগন ফল চাষের পাশাপাশি বাণিজ্যকভাবে কমলা চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন। ২ বিঘা জমিতে দার্জেলিং কমলা চাষে খরচ হয়েছে ২ লাখ টাকা। চলতি মৌসুমে উৎপাদিত কমলা রাজশাহীর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কেমিক্যালমুক্ত কমলা খেতে সুস্বাদু হওয়ায় জমি থেকেই কমলা ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এখন পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজার টাকার কমলা বিক্রি করেছেন তিনি। বছর কমলা চাষে জমির পরিমাণ বাড়াবো বলে মনে করছি।

গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা বলেন, এ অঞ্চলে বেকার শিক্ষিত যুবকরা বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আগ্রহীদের প্রশিক্ষণসহ কারিগরিভাবে সহযোগিতা করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এতে করে এ অঞ্চলে ফল চাষ বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানে সঙ্গে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। *মোঃ আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী*

বুড়িচং উপজেলায় সম্প্রসারিত হচ্ছে সরিষা আবাদ; বৃদ্ধি পাচ্ছে আবাদি জমি

ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে তেল ফসলে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এরই অংশ হিসেবে বুড়িচং উপজেলায় কৃষকদের মাঝে সরিষার চাষ জনপ্রিয় করতে আধুনিক জাত সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মাঠপর্যায়ে পরামর্শ প্রদানসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে উপজেলা কৃষি অফিস। পূর্বে চাষ হওয়া দেশি সরিষার ফলন কম হওয়ার পাশাপাশি আমদানিকৃত ভোজ্যতেলের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকলে বুড়িচংয়ের মাঠগুলো থেকে গত দুই দশকে সরিষা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে সরিষা চাষে কৃষকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে রোপা আমন ধান সংগ্রহ করে মাত্র ৭৫-৮০ দিনে বিঘাপ্রতি প্রায় ৫-৬ মণ সরিষা উৎপাদনের পর সঠিক সময়ে বোরো ধান আবাদ সম্ভব হচ্ছে। দুই ফসলি বা তিন ফসলি জমিতে সরিষা চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন কৃষকেরা। রবি/২০২১-২২ মৌসুমে বুড়িচং উপজেলায় ৬২ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিসার মোছা. আফরিনা আক্তার বলেন, বুড়িচং উপজেলায় রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী স্থাপন, বীজ সহায়তা প্রদান, প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে সরিষা আবাদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া সরিষাবীজ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা কৃষকদের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের সরিষা বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সরিষা আবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি। *মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

পোড়া রোগ প্রতিরোধী ও জিংকসমৃদ্ধ দুটি নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে ব্রি

বোরো মওসুমের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী ও জিংকসমৃদ্ধ নতুন দুটি জাত উদ্ভাবন করেছে ব্রির উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিজ্ঞানীরা। বিগত ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৬তম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত দুইটি সারা দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। নতুন দুইটি জাত হচ্ছে ব্রি ধান১০১ ও ব্রি ধান১০২। এ নিয়ে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধানের জাত সংখ্যা হলো ১০৮টি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের উপস্থিতিতে জাত দুটি অনুমোদন দেয়া হয়। *এম আব্দুল মোমিন, ঊর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা, ব্রি, গাজিপুর*

শেরপুরের নকলায় ভুট্টা চাষে এবার বাজিমাত

শেরপুরের নকলায় বিভিন্ন গ্রামে ভুট্টা চাষে কৃষকরা বাজিমাত ঘটিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি প্রণোদনার আওতায় ১৬৬০ জন চাষিকে প্রণোদনা বীজ প্রদান করেন। এবারে নকলা উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪৫০ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ। সে ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে আবাদ হয়েছে ১৬৬০ হেক্টর জমিতে। কৃষকরা জানান, এক একর জমিতে ১২০ মণ ফলন আসে। অন্যান্য ফসলের চেয়ে ভুট্টা লাভবান বিদায় ভুট্টা আবাদের দিকে ঝুঁকছে কৃষক। এ ছাড়াও উপজেলায় শাকসবজি আবাদ হয়েছে ১৭৯০ হেক্টর। উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আবু মোতালেব ও মশিউর রহমান জানান, শুধু বাছুর আলগা ব্লকেই ২০০ কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও সার দেওয়া হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্রানুযায়ী নকলা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে উৎপাদিত ভুট্টা বিক্রি করে ৪১ কোটি ৪৮ লাখ টাকা পাবেন বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। *ইউসুফ আলী মন্ডল, নকলা প্রতিনিধি*

বরিশালের উজিরপুরে বোরোচাষিদের মাঝে ব্রির সার বিতরণ

বরিশালে বোরোচাষিদের মাঝে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার বিতরণ উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ২০২২, উজিরপুরে উপজেলা কৃষি অফিসের প্রশিক্ষণকক্ষে ব্রির উদ্যোগে এই বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম। তিনি বলেন, ধানের সর্বোচ্চ ফলন পেতে নতুন জাত সম্প্রসারণ করা জরুরি। তাই বীজ উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে এসব জাত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সহজ হবে। তাহলেই বরিশাল অঞ্চলে বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে ধানচাষির জীবনমান হবে উন্নত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মো. তৌহিদ, ব্রির ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. প্রিয়লাল বিশ্বাস, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার প্রশান্ত হাওলাদার প্রমুখ। পরে বাবুগঞ্জে একই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ব্রির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন জানান, চলতি বোরো মৌসুমে তালিকাভুক্ত কৃষকের ৪ হাজার বিঘার অধিক জমির মধ্যে ১ হাজার ৩৫০ বিঘার জন্য বিঘাপ্রতি ইউরিয়া ১২০ কেজি, ডিএপি ৪০ কেজি, এমওপি ৬৫ কেজি, জিপসাম ৪৫ কেজি এবং জিংক ৩ কেজি হারে সার বিতরণ চলমান আছে। ইতোমধ্যে তাদের চাহিদামতো যেসব ধানবীজ দেওয়া হয়েছে, তা হলো- ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ব্রি হাইব্রিড ধান ৫, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৯ এবং ব্রি ধান৯২। তবে বাকি কৃষকরা কেবল বীজ সহায়তা পেয়েছেন। *নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

বিলাইছড়িতে কাজুবাদাম ও কফি চাষ বিষয়ে দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

১৯ জানুয়ারি ২০২২ উপজেলা কৃষি অফিস, বিলাইছড়ির আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: নাসিম হায়দার, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, বিলাইছড়ি উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ শাহাদাত হোসেন। *কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি*

যে কোন মূল্যে চালের উৎপাদন বাড়াতে...

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চাষ সম্প্রসারণ এবং নতুন উদ্ভাবিত উচ্চ উৎপাদনশীল জাতগুলোকে দ্রুত মাঠে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মীসহ সকল কর্মকর্তাদের সমন্বিত ও নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। রবিবার, ৩০ জানুয়ারি ২২ সকালে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রকল্প পরিচালকদের নিয়োগ ও কাজের স্বচ্ছতা উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, পেশাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করতে হবে। সততা, নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে।

এসময় সরেজমিন কঠোরভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকি করতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ৭১টি। মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৩২%, যা জাতীয় গড় অগ্রগতিরে চেয়ে ৮% বেশি। এ সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি হয়েছে ২৪%। সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: আবদুর রৌফ, কমলারঞ্জন দাশ, মো: রুহুল আমিন তালুকদার, বলাই কৃষ্ণ হাজরা, আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধান ও প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

শুধু খোরপোশের কৃষি নয়, কৃষি হতে হবে লাভজনক বাণিজ্যিক এবং রপ্তানিমুখী - কৃষি সচিব

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম ২৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সফরের শুরুতেই তিনি ফল গবেষণা কেন্দ্র রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত "আম উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে তাঁর বক্তব্যে, খোরপোষ কৃষি হতে বাণিজ্যিক কৃষি বিভিন্ন ধারণা কৃষকদের নিকট উপস্থাপন করেন। তিনি বিদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানির বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখ করেন। এ ছাড়া রাজশাহীর বাণিজ্যিক ফসল আমে যেন সহনশীলের চেয়ে বেশি বালাইনাশক ব্যবহার না করা হয় তা মনিটরিংয়ের জন্য কৃষি বিভাগের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি কৃষিবান্ধব সরকারের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিষয়েও আলোকপাত করেন। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রতি ইঞ্চি জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়টি উপস্থিত কৃষক, মিডিয়াকর্মী, সম্প্রসারণবিদ, বিজ্ঞানীদের কাছে বিশদভাবে উপস্থাপন করেন।

এরপর তিনি পুঠিয়া উপজেলার মাইপাড়াতে বারি সরিষা ১৪ ও ১৭ জাতের মাঠ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্র শ্যামপুর, রাজশাহীর চলতি মৌসুমে গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গসেষণা ইনস্টিটিউটের তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্র হতে আয়োজিত বারি সরিষা ১৪, বারি সরিষা ১৭ এবং বারি সরিষা ১৮ জাতের উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদন কলাকৌশল নিয়ে মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বারি সরিষা ১৮ জাতটি ইরুসিক এসিডের পরিমাণ নাই বললেই চলে ও ক্যানোলা গুণাগুণ সম্পন্ন বিধায় জাতটি সম্প্রসারণের জন্য তিনি কৃষক এবং কৃষি বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

– কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

একাঙ্গী এখন যাচ্ছে বিশ্ববাজারে

মসলা ফসল একাঙ্গী

একাঙ্গী হলো চমৎকার একটা ভেষজ উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Kaempferia galanga*. মেহেরপুরের সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে চাষ হচ্ছে একাঙ্গী ফসল। কৃষকের উৎপাদিত এ ফসলটি ইতোমধ্যে চীন, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। একাঙ্গী দেখতে অনেকটা আদার মতো। শুকনো বা কাঁচা একাঙ্গী রান্নায় মসলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি রান্নায় সুগন্ধ যোগ করে ভিন্ন স্বাদ আনে। মাছ, মাংস, রোস্ট, রেজালা, বিরিয়ানি খাবারে একাঙ্গী ব্যবহার করা হয়। থাই এবং চাইনিজ রান্নাতে এই মসলা ব্যবহারের ব্যাপকতা রয়েছে। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, কৃষিবিদ জনাব স্বপন কুমার খাঁ বলেন, আম, পেয়ারা ও মাল্টার বাগানে সাথী ফসল হিসেবে একাঙ্গী চাষ করে কৃষক কয়েক বছরের জন্য বাড়তি সুবিধাও নিতে পারেন। মেহেরপুর ও গাংনীর বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৫ হেক্টর জমিতে একাঙ্গী চাষ করা হয়েছে । স্থানীয়ভাবে বিক্রি কম হলেও বাড়ি থেকে ফড়িয়ারা এসে কিনে নিয়ে যায়। সেটা প্রক্রিয়াজাতকরণের পর, সারা দেশে ও দেশের বাইরে বিক্রি করা হয়।

- আসাদুল্লাহ, কৃতসা, পাবনা

প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মাঠে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে...

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। উপকূলে প্রায় দুই মিলিয়ন হেক্টর লবণাক্ত জমি রয়েছে। সেখানে লবণাক্তসহিষ্ণু ধানের চাষ করে বছরে দুইটি ফসল করা সম্ভব। সোমবার, ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে বিএআরসির অধীন এনএটিপি প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের যাচাই কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধান উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বছর দেশে চালের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। বর্তমানে চালের সরকারি মজুদও সর্বকালের সর্বোচ্চ। তারপরও চালের দাম বাড়ছে, বিশেষ করে সরু চালের দাম। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন। অন্য দিকে, দেশে ১০ লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে। প্রতি বছর ২২-২৪ লাখ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে। অ্যানিমল ফিড হিসেবেও চালের কিছু ব্যবহার হচ্ছে। মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। এসব মিলে চালের চাহিদা ও কনজামশন দিন দিন বাড়ছে। এ অবস্থায়, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে টেকসই করতে হলে নতুন উদ্ভাবিত ধানের উন্নত জাত ও প্রযুক্তিকে মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে আরও বেশি ধান-চাল উৎপাদন করতে হবে। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুহুল আমিন তালুকদার, বিএআরসির চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিএআরসির অধীন এনএটিপি প্রকল্পের আওতায় ৪১টি প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাটির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক উদ্যোগ...

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শুক্রবার ২৮ জানুয়ারি ২২ স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় 'বার্লিন কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে' ভার্চুয়ালি যোগদান করে এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশে মাটির টেকসই ব্যবহারের নানা চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও টেকসই ব্যবহার অনেক চ্যালেঞ্জিং। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা মেটাতে মাটির অতিরিক্ত ব্যবহার, মাটির অবক্ষয়, দূষণ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন, মাটির পুষ্টি উপাদানের অবক্ষয়, মাটি ক্ষয় প্রভৃতি সমস্যা রয়েছে। তা ছাড়া নগরায়ন, শিল্পায়নসহ নানা কারণে বছরে কৃষি জমি কমছে ০. ৪৩% হারে। বাংলাদেশ সরকার মাটির টেকসই ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মাটির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত ও বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সমন্বিত ও জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি তাদেরকে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের পাশে দাঁড়াতে হবে, সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসতে হবে।

কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে জার্মান ফেডারেল মিনিস্টার অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অজদেমির, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক ইইউ কমিশনার জানুস্জ উজসিচোস্কি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উপমহাপরিচালক জ্যাঁ মেরি পগাম ও বিভিন্ন দেশের কৃষিমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ভাসমান ধাপের সবজি পুরোটাই...

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্মানিত কৃষি সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ভাসমান কৃষি দুইশ' বছরের পুরোনো। এই ঐতিহ্য আমাদের ধরে রাখতে হবে। ভাসমান ধাপের সবজি পুরোটাই নিরাপদ। তাই এর উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। আর বিজ্ঞানী এবং কৃষি কর্মকর্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মো. আকতারুজ্জামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম এবং ফরিদপুরের অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মনোজিত কুমার মল্লিক, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার প্রমুখ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাঘায় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব

রাজশাহীর বাঘায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে রাজশাহীর বাঘায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জালাল আহমেদ। ১৭ জানুয়ারি ২০২২ সোমবার বাঘা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শফিউল্লাহ সুলতানকে সাথে নিয়ে তিনি প্রকল্প বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উপজেলা কৃষি অফিসার জানান, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে কৃষি খাতকে উন্নয়নমূলক গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তারই ধারাবাহিকতায় রাজশাহীর বাঘায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ফসল, ওষুধি গাছ ও নানা প্রকার ফল এবং ফুল বাগান গড়ে উঠেছে অত্র উপজেলায়। উপজেলার সকল কৃষি কার্যক্রম সম্পর্কে পরিদর্শনকারী দলকে অবহিত করেন। সরেজমিন পরিদর্শন করে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনকারী দলের সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক, ড. এস. এম. হাসানুজ্জামান, কৃষি অর্থনীতিবিদ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষিবিদ রেহানা সুলতানা, উপপ্রকল্প পরিচালক এস এম আমিনুজ্জামান, প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার মো: সাহেদ হাসান, নাইম হাসান ও কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মো. কামরুল ইসলাম। উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নের পদ্মার চর এখন ফসলে মুনোমুগ্ধকর এক রূপ ধারণ করেছে তা দেখে পরিদর্শনকারী অভিভূত হন।

বাগানসহ অনান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং ৭০% ভর্তুকিতে সরবরাহকৃত মিনি গার্ডেন টিলার, ফুট পাম্প স্প্রেয়ার যন্ত্রপাতি প্রাপ্ত কৃষক গ্রুপের সাথে মতবিনিময় করেন। *মোঃ এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

জমি লিজ দিয়ে ফসল উৎপাদনে সহযোগিতা চায় সুদান, বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাবে বাংলাদেশ

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এবং দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক উপমন্ত্রী দেং দাউ দেং মালেক (Deng Dau Deng Malek) এর সাথে বৈঠক

দক্ষিণ সুদান দেশের বিশাল পতিত জমি বাংলাদেশকে লিজ দিতে চায় এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশের সহযোগিতা চায়। এ বিষয়ে সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট খাত চিহ্নিত করতে একটি বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাবে বাংলাদেশ। এ টিমে কৃষি গবেষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মীসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ থাকবেন। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বিকালে সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এবং দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক উপমন্ত্রী দেং দাউ দেং মালেক (Deng Dau Deng Malek) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ কথা জানানো হয়।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব মো: রুহুল আমিন তালুকদার, দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মেয়ম অ্যালিয়েন, ইথিওপিয়াতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো: নজরুল ইসলাম, সেনা কল্যাণ সংস্থার উপ মহাপরিচালক কর্নেল মো. মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎ শেষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ সুদানে ছয় লাখ বর্গকিলোমিটারের বেশি জমি রয়েছে। এর বেশির ভাগ জমি পতিত পড়ে থাকে, চাষাবাদ হয় না। এ বিশাল এলাকাকে কৃষি উৎপাদনের আওতায় এনে অনেক ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। সে দেশের সরকারের মালিকানায়/খাস জমি লিজ নিয়ে ফসল উৎপাদন নিয়ে অনেকদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অনেকেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সরকারও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।

দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক উপমন্ত্রী দেং দাউ দেং মালেক সেদেশে কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, কৃষিখাতে আমরা বাংলাদেশের সাফল্য ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই। আমাদের বিশাল পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানিও করতে চাই।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

যে কোন মূল্যে চালের উৎপাদন বাড়াতে হবে - মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

যে কোন মূল্যে চালের উৎপাদন বাড়াতে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, রেকর্ড উৎপাদন ও সর্বকালের সর্বোচ্চ সরকারি মজুদ থাকার পরও দেশে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। যে কোন মূল্যে চালের উৎপাদন আমাদেরকে বাড়াতে হবে। এ অবস্থায়, হাওর, উপকূলসহ প্রতিকূল এলাকায় ধানের *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১*

আজীবন সম্মাননা পেলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আরটিভি এনআরবিসি কৃষি পদক ২০২২ অনুষ্ঠানে দেশে কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ করে করোনা মহামারির সময়ে কৃষিতে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কৃষিতে সফলতার ধারাবাহিকতা বহাল রাখা ও কৃষিকে আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপির হাতে আরটিভি কৃষি পদক আজীবন সম্মাননা তুলে দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি এবং আরটিভির চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম এমপি (মঙ্গলবার, ০২ ফেব্রুয়ারি ২২)।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহকারী সম্পাদক : মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু, গ্রাফিক্স ডিজাইন : শিল্পী নূর ইসলাম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : ০২ ৫৫০২৮২৬০.ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd